দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16/5/80 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মাথাপিছু ব্যয় ১ টাকা ১২ পয়সা

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারী খাতে মাথাপিছু ব্যয় মাত্র ১ টাকা ১২ পয়সা। হাসপাতালে ভর্তির শতকরা আশি-নব্বই ভাগ রোগীকে প্রয়োজনীয় ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হয়।

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

মাথাপিছু ব্যয়

(১ম পৃঃ পর)

অন্যদিকে দেশে প্রতি দশ হাজার মানুষের জন্যে মাত্র ১ জন চিকিৎসক থাকলেও, এবার এমবিবিএস পাস করা ১১ শ চিকিৎসকের জন্যে মাত্র ১৫০টি শূন্য পদ রয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগে। স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকাংশ পদ অস্থায়ী। কোন স্থিরকৃত রিক্রুটমেন্ট রুল নেই। অধিকাংশ পদ প্রতি ৬ মাস অন্তর এক্সটেনশন ও রিটেনশন করিয়ে নিতে হয়।

গ্রামের প্রতি দেড় লাখ লোকের জন্যে ২৫৪টি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিটিতে মাত্র ৩১টি করে বেড থাকার কথা। কিন্তু কোন কেন্দ্রেই ১০টির বেশি শয্যা নেই। অনেক ক্ষেত্রে এ কেন্দ্রগুলো আউটডোরের ভিত্তিতে চলছে।

বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ আধ একরের সামান্য বেশি। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি এক শ জনে ২ দশমিক ৮৬ ভাগ (বছরে)।

দেশে সন্তান জন্মদানকালে মায়ের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৫ জন।

এ তথ্যগুলো সংগৃহীত বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সপ্তম বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত চিকিৎসকদের ভাষণ থেকে। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা যে চিত্র তুলে ধরেন, এ তথ্যগুলো তার কিছু অংশ।

চিকিৎসকরা বলেছেন যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ সীমিত। কিন্তু রয়েছে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্য থেকে উদ্ভূত সংক্রামক ব্যাধি ও অপুষ্টিজনিত অজস্র রোগাক্রান্ত মানুষ। সীমিত সম্পদের মধ্যেই যদি এ সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির জগদ্দল পাথরের অপসারণ, সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান।

সমিতির সভাপতি অধ্যাপিকা সৈয়দা ফিরোজা বেগম বলেছেন, দেশবাসীর প্রত্যাশা আমরা পূরণ করতে চাই। আমরা তেল সম্পদ সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য বা প্রযুক্তিতে উন্নত বিশ্বের মত সুযোগ প্রত্যাশা করি না, সীমিত সম্পদের মধ্যেই আমরা কাজ করতে চাই। কিন্তু চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের অচলায়তন না অপসারিত হলে চিকিৎসকদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।